তারিখ 09 JAN 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পিরোজপুরে দু'শ প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য

পিরোজপুর প্রতিনিধি

ইংরেজি নতুন বছরের শুরুতে পিরোজপুর জেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা হাতে নতুন বই পেলেও প্রধান শিক্ষকের সংকট থাকায় শ্রেণীতে পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনিক কার্যক্রমেও পরিলক্ষিত হচ্ছে শৈথিল্য। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ সূত্রে জানা যায়, এ জেলার সাতটি উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৬০৫টি। এ সব প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত সর্বমোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১ লাখ ৫৮ হাজার ২৪২ জন। এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদের সংখ্যা দু'শটি। ফলে শূন্য পদগুলোতে জ্যেষ্ঠ সহকারী শিক্ষকদের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি তাদের শ্রেণীকক্ষের পাঠদান করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণেও তাদের মনস্তাত্ত্বিক বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সূত্র মতে, প্রাথমিক শিক্ষায় জেলায় এ ধরনের সমস্যা জর্জরিত রয়েছে নাজিরপুর, ভাণ্ডারিয়া, মঠবাড়িয়া ও জিয়ানগর উপজেলা। ওই চারটি উপজেলায় যে পরিমাণ শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সে তুলনায় প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, জেলার সাত উপজেলার মধ্যে কাউখালীতে ৯ হাজার ৭৫৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৫৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫৩ জন প্রধান শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও দীর্ঘদিন ১১টি প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। নাজিরপুরে ২৪ হাজার ৭০২ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৯৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৯৬টি প্রধান শিক্ষকের পদ থাকলেও শূন্য রয়েছে ৩৮টি পদ, সদরে ২১ হাজার ৩৯৪ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৯৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৯৪ জন প্রধান শিক্ষকের পদ থাকলেও শূন্য রয়েছে ১৮ জন, ভাণ্ডারিয়ায় ২৬ হাজার ৩ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৯৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৯৭ জন প্রধান শিক্ষকের পদ থাকলেও শূন্য রয়েছে ৪৬টি পদ, মঠবাড়িয়ায় ৩৯ হাজার ৬শ' শিক্ষার্থীর জন্য ১১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১১৫টি প্রধান শিক্ষকের পদ থাকলেও শূন্য পদ রয়েছে ৪৯টি, নেছারাবাদে (স্বরূপকাঠি) ২৫ হাজার ১০৮ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১১৪টি প্রধান শিক্ষকের পদ থাকলেও শূন্য পদের সংখ্যা ৩০টি এবং জিয়ানগরে ১১ হাজার ৬৮০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৩৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩৬ জন প্রধান শিক্ষকের পদ থাকলেও শূন্য পদের সংখ্যা ১৮টি। এ ব্যাপারে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল লতিফ মজুমদার জানান, প্রধান শিক্ষকের পদে নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলার সুরাহা না হওয়ায় নিয়োগ প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন থেকে ঝুলে আছে।